Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 329 - 339
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 329 - 339
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

নন্দনতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে আনন্দবাদ তথা রবীন্দ্র মননে আনন্দের উপলব্ধি ও বহিঃপ্রকাশ এবং সংগীতে তার প্রতিফলন - একটি মূল্যায়ন

ড. কৌস্তভ কর্মকার
সহকারী অধ্যাপক, রবীন্দ্রসংগীত, নৃত্য ও নাটক বিভাগ
সংগীত ভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন
Email ID: kaustav0809@gmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
Hedonism
Mysticism,
sense of Beauty,
Aesthics of beauty,
Relationship of beauty
& happiness,
Supreme God as Jivandevata',
Songs of 'Puja' parjay.
Upaparjay
'Ananda',
Dance drama.

Abstract
In this article mainly two phrase are analyzed as a part of discussion like – How Hedonism (Anandabad) is analyzed in Aesthic perspective and how 'Ananda' is established in 'Tagore Songs' with in its philosophical nature. Hedonism is a way of thinking in which the emotional feelings and linguistic expression of anlidividual's mind about an object or an event can be connected to the external world with happiness and self satisfaction. On the other hand, Art, sculpture, Music, Drama, Dance etc and the attempt to analyze all other human creations whether those are good or bad or beautiful or ugly, belongs to a part of Aesthetics which is called Soundary a Tattwa or Theory of beauty. Hence it can be said that the realization of "Beautifullness" leads to the transition to the happiness from the self satisfaction that human being can enjoy. Therefore in Aesthetics, Theory of beauty and Hedonism both are inter related. Different western philosophers have given different opinions about Hedonism (Anandabad) & Sense of beauty. For example, accordings to medival philosophers like St. Augustine and Thomas Aquinas, mysticism was interpreted in Aesthetic Theory. According to them there exists a divine beauty in the Universe and it is possible to get pleasure and happiness from that devine beauty and This joy & happiness pervades the living and inanimate elements of our entire Universe. So the world is blissfull. So it can be said that happiness is a internal feeling of human the gives peace to the mind.

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 329 - 339
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

So in the first part of this article it has been briefly explained how Hedonism has been theoretically analyzed with the views of various philosophers mainly from the Aesthetic & Artitic point of view.

In the second part of this article, the forms of Joy (Ananda) in Tagore songs are analysed in the terms of Upa-parjay of 'Ananda' in the songs of Puja Parjay and songs of others 'parjay' of Gitabitan like Prakriti, Bichitra etc composed by him and also such songs addressing 'Ananda' in the dance drama has been discussed. Rabindranath was a worshiper of the 'Brahma' which is formless and in his in tuition the supreme God is a super natural power that is called 'Brahma' and known s 'Jivan Devta' or 'Antarjami' to him who drives life from birth to death. So, Tagore perceived man, nature and God as the blissful entities of the universe. The essence of Tagore of indescribable joy and the mystery of the vision of religion. Therefore just as 'Ananda' has emerged as a Upa-parjay 'Ananda in the songs of Puja Parjay of Gitabitan and songs of others 'Parjay' where Tagore has interpreted 'Ananda' as the Catalyst of the finite & infinite between God and liberation of life after death of human life from eternal world. Similarly in the other songs of other 'Parjay' of Gitabitan, except Puja, 'Ananda' or 'Hedonism' has come to the poet's unique feelings & emotions. Which have been discussed with various example of Tagore songs in this part of this article.

Discussion

'তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি' – মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই পরমবাণী বিশ্ব মানবের জীবনানুভূতির ও আত্মানুভূতির এক সার্থক প্রকাশ. সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির গুঢ় সৃষ্টি রহস্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে এক অনির্বচনীয় পরমতত্ত্ব। সেই পরমতত্ত্বের এক বিরাট অংশ জুড়ে পরিব্যপ্ত 'আনন্দ'। প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই সত্তার পরম মিলনে যে জীব জগৎ আজ সমগ্র মানবজগৎ তথা জীবকূল এই ক্ষণিক জীবনের স্বল্প পরিসর চেতনার মধ্যে বিশ্ব চেতনাকে সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বিরহ, ক্রোধ বিভিন্ন আত্ম অনুভূতির দ্বারা এক এক সময় এক এক ভাবে উপলব্ধি করে থাকে। আমাদের জীবনে বিভিন্ন অনুভূতির মধ্যে আনন্দ এমন একটি অনুভূতি যা মনকে প্রশান্তি প্রদান করে। ঈশ্বরবাদে এই আনন্দই হল সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় আবার এই আনন্দই আমাদেরকে টেনে নিয়ে যায় সীমা থেকে অসীমে - রূপ থেকে অরূপে। তাই জগৎ আনন্দময় সর্বস্ব। স্বয়ং কবিগুরু আত্মতত্ত্বের মধ্যেই জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপলব্ধি ও অনুভূতিকে প্রত্যক্ষ করে বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্যের পরম অন্বেষণে সদা সচেষ্ট হয়েছেন।

মানবজীবনে সত্যের একটি বিশ্বরূপ আছে যা জীবনধর্মের নামান্তর। মহাকালের বুকে যে সদা অনন্ত সৃষ্টির খেলা চলছে তা অনাদি অতীত এবং অনাদি ভবিষ্যৎ সীমারেখার মধ্যে প্রগতিশীল। জীবনের কালচক্রে যে সকল চিত্তানুভূতি সর্বদাই প্রকাশশীল তার মধ্যে আনন্দ এমন একটি ইন্দ্রিয়জ বিষয় যা দুঃখ বা বিরহ বা ক্রোধের মতনই একটি সামাজিক আচরণের মূল প্রেরণা। কারণ সমগ্র বিশ্বের মানবকূল প্রেরণা ব্যতীত যে কোনও কাজই করতে অক্ষম। আনন্দবাদের মূল উপজীব্য বিষয় হল মানুষের সকল কাজের অন্তর্নিহিত প্রেরণার উৎস হল আকাঙ্খা এবং আকাঙ্খা থেকে চাহিদা নিবৃত্তির ফলে যে আত্মতৃপ্তি সাধন লাভ হয় তাই হল আনন্দ। আনন্দবাদকে মোটামুটি দুটি পর্যায়ে শ্রেণীবিভাজন করা যেতে পারে, যথা - মনোস্তাত্ত্বিক আনন্দবাদ ও নীতিগত আনন্দবাদ। মনোস্তাত্ত্বিক আনন্দবাদ মূলত মানসিক সুখের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ মানুষ যখন কোনো বিশেষ আনন্দ অনুভূতি থেকে বিচ্যুত হয় তখনও সে অন্যভাবে কোনো আনন্দ লাভের কথা

মানসিকভাবে কল্পনা করে। পক্ষান্তরে নীতিগত আনন্দবাদ ব্যাখ্যা করে যে পার্থিব সুখের কামনা কেবল মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছার বিষয় নয় – আনন্দের কামনা মানুষের জীবনের একটি দায়িত্বপূর্ণ অঙ্গ কারণ কামনা থেকে প্রাপ্ত আনন্দলাভ ব্যতীত মানবজীবন কোনোভাবেই এই বিশ্বজগতে ক্রিয়াশীল হতে পারে না। কিন্তু এক্ষেত্রে একটা প্রশ্নের উত্তরণ হতেই পারে যে আনন্দ কি কেবলই ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত হবে? উত্তরে বলা যায় ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত আনন্দ বাদের উপধারা অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুখবাদের ব্যক্তির কাছে আত্মতৃপ্তি দ্বারা অর্জিত আনন্দই হচ্ছে একমাত্র চরম আনন্দ অন্যদিকে সমষ্টির আনন্দ যদি ব্যক্তির আনন্দের পরিপূরক হয় তবেই ব্যক্তিসমষ্টির আনন্দ উপলব্ধ হতে পারে।

গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাস ও এরিসটিপাসকে অনেকেই আনন্দবাদের প্রবক্তা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তবে এই দুই দার্শনিকের মধ্যে তাঁদের চিন্তাধারার একটি পার্থক্য চোখে পড়ে। এপিকিউরাস যেখানে মুহূর্তের বাইরে ব্যক্তির সামগ্রিক জীবনের আনন্দকে ব্যক্তির লক্ষ্য বলে মনে করেছেন সেখানে এরিসটিপাস মুহূর্তের আনন্দকেই চরম ও মুখ্য বলে মনে করেছেন যদিও এই দুই গ্রীক দার্শনিক ব্যতীত অন্য আরও দুই জন পাশ্চাত্য দার্শনিক যথা স্টুয়ার্ট মিল ও জোরেমি বেন্থামের উপযোগবাদের তত্ত্বে সমষ্টিগত আনন্দবাদের পরিচয় মেলে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে উপযোগবাদের সঙ্গে আনন্দবাদের একটা সংযোগ রয়েছে। জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছেন যে সুখের ক্ষেত্রে পরিমান ও গুণের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। অর্থাৎ গুণগতভাবে যে সুখ কাম্য তাকে পরিমান নির্বিশেষে মনে করা যেতে পারে। অন্যদিকে বেন্থাম বিশ্বাস করতেন যে আনন্দের মূল্যকে পরিমানগত দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিমাপ করা যেতে পারে। অর্থাৎ আনন্দের মূল্যের তীব্রতা তা সময়কাল দ্বারা বহুগুন হয়ে যায়। এই বিশ্বভুবনে আমরা সমগ্র প্রাণিকূল অথবা জীবকূল যা ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করি তা সত্য ও আনন্দের নান্দনিক উপলব্ধি। সত্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় – অনুভূতি গ্রাহ্য।[১] জীবকূল ব্যতীত সমগ্র বিশ্ব জগতের যা কিছু সৃষ্টি অর্থাৎ জড়বস্তু, নদী জল, গাছপালা, সাগর, সমুদ্র, পাহাড়, বন এই সকল কিছুর মধ্যে একটা নান্দনিক সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে যে সৌন্দর্য্য আমরা আত্মন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করে আনন্দিত হই – আত্মতৃপ্তি লাভ করি। সৌন্দর্যের সঙ্গে আনন্দের একটা নিবিড় যোগ আছে। আমাদের মানবজাতির চেতনায় যা সুন্দর তাই আনন্দ। অর্থাৎ সুন্দরের মধ্যেই আনন্দের স্থায়ী আসন উপবিষ্ট করা আছে। বিশ্বপ্রকৃতির চারিধারে যে সকল সজীব ও অজীব উপাদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তার মধ্যেও যেমন এক পরমসুন্দরের থেকে আনন্দপ্রাপ্তি লাভ করা যায় তেমনই আনন্দ উদ্রেকের সর্বোত্তম ও সর্বপ্রধান অনুঘটক তথা উপাদান হল শিল্প ও শিল্পসৌন্দর্য্য। শিল্প মূলতঃ নান্দনিক সৌন্দর্যকে শিল্পীর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে। আর প্রকাশিত সৌন্দর্যকে শিল্পরসিক তার রসাস্বাদন করে আনন্দলাভ করে। একজন শিল্পী যখন তার নান্দনিক চেতনা দ্বারা শিল্প বোধের মাধ্যমে কোনো সৌন্দর্য প্রকাশ করে তখন ঐ প্রকাশের মধ্যেই থাকে আনন্দ প্রকাশের ইচ্ছা। কান্ট, কোলরিজ হালমে প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ বলেছেন শিল্পের মাধ্যমে শিল্পীরা আনন্দেরই প্রকাশ ঘটায়। অ্যারিস্টটল তাঁর বিখ্যাত 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে বলেছেন যে শিল্পবস্তু থেকে শিল্পরসিক আনন্দ পায় কারণ তাঁর নবতর সৃষ্টির মধ্যে নতুনের প্রকাশ ঘটে – নতুন নতুন নান্দনিক সৌন্দর্য চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সুতরাং শিল্পের সার্বিকতা, সামঞ্জস্যতাও কিন্তু আনন্দেরই প্রকরান্তর মাত্র। অর্থাৎ আনন্দ নিশ্চিতরূপেই শৈল্পিক বোধকে প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথও শৈল্পিক আনন্দকে আত্মউপলব্ধির অন্যতম অনুঘটকরূপে অবলোকন করেছেন। অর্থাৎ দুঃখ, বিরহ, বেদনা, আঘাত, ভয় এই সকল বিভিন্ন অনুভূতির রেশ যদি শিল্পে থাকে তবে সেটা অনুভব করলে শিল্পরসিকের আত্মোপলব্ধি ঘটে। আর তখনই সে আনন্দ অনুভব করে। তবে একথা বলা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক যে শিল্পের আনন্দ কিন্তু যে কোনও আনন্দ নয় অর্থাৎ হাসি, ঠাট্টা, উল্লাস, উন্মাদনা, উদ্দীপনা এই অনুভূতিগুলি শৈল্পিক আনন্দের পর্যায়ভূক্ত নয়। শিল্পের আনন্দ এমন এক আনন্দ যা শিল্পী ও শিল্পরসিক উভয়কেই আত্মতৃপ্তি দান করে। শিল্পদর্শনে মানব মননে যে সুখানুভূতির উদ্রেক ঘটে তা মানুষের সহজাত ও আদিম প্রবৃত্তি স্বরূপ। তিন প্রকার স্বরূপ মানব চেতনায় উদ্ভাসিত হয় যথা – সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ।এই আনন্দস্বরূপের প্রভাবেই শিল্পী তার নিজের অনুভূতির মাধ্যমে সৃজনশীল নান্দনিক সৌন্দর্যকে শিল্পের ও শিল্পবস্তুর মধ্যে প্রকাশ করে থাকে। আর এই প্রকাশের অন্তরালে থাকে আনন্দের প্রয়োজনীয়তা। শিল্প বস্তুযাইহোক না কেন তার থেকে রস উপলব্ধি করাই হল শিল্পরসিকের কাজ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে গৌড়বাসী নিত্যানন্দের কাব্যকথা শ্রবণে যে সুধারস পান করে আনন্দলাভ করেন তা শিল্পপদবাচ্য নয়। অর্থাৎ শিল্পের স্বরূপ লক্ষণ হল আনন্দ এ কথা অনস্বীকার্য। শিল্প থেকে শিল্পী যেমন তার

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 329 - 339
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সৃজনশীল সৃষ্টির দরুণ আনন্দ পান তেমনই সেই আনন্দের সাগরে ভেসে যায় রসিকজন। অনেক সময় দেখা যায় কোনো নতুন কিছু সৃষ্টির থেকে শিল্পী যতটা না বেশী আনন্দ তৃপ্তি লাভ করেছেন তার চেয়ে অনেক বেশী আনন্দলাভ করেছেন রসিকজন।[২]

শিল্পানন্দবাদী দার্শনিকরা বলেছেন যে শিল্পানন্দ হল ব্রহ্মানন্দের সমান। অর্থাৎ একজন ঈশ্বরকামী ভক্ত ব্রহ্মলাভ করেও ব্রহ্মদর্শন উপলব্ধির ন্যায় যে আনন্দ আস্বাদন করেন তেমনই একটা স্বার্থক শিল্পসৃষ্টি অর্থাৎ যাঁর মধ্যে নান্দনিক সৌন্দর্যের স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তার রসোপলব্ধিতেও সামাজিক মানবচিত্ত একই ধরণের আনন্দলাভ করেন। তবে একথা সার্বিক ভাবে যে সত্য তা বলা যায় না কেন না ব্রহ্মের আস্বাদন লাভে যে কি আনন্দ সে সম্পর্কে জগৎবাসীর কোনো বিবিধ ধারণা নেই বললেই চলে। কাজেই সেই আনন্দের সঙ্গে শিল্পানন্দের সমতুল্যতা বিচার করা যথার্থ নয় বলেই মনে হয়। উপমা ও উপমেয় এই দুই গুণাবলীর মধ্যে ঐক্য থাকা দরকার। দার্শনিক স্পিনোজা বলেছেন যে – 'All determination is negotiation' অর্থাৎ কোনো নির্বিশেষকে আমরা যে দৃষ্টিকোণ থেকেই বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা করি না কেন তা সেই নির্বিশেষের প্রকৃত স্বভাবকে হানি করে। অবশ্য একথা বলাই যায় যে ব্রহ্মানন্দ নির্বিশেষ এবং শিল্পানন্দ এক বিশেষের দ্বারা বিশেষিত। ব্রহ্মানন্দ নির্বিকল্প এবং শিল্পানন্দ সবিকল্প। একথাও স্বীকার্য যে ব্রহ্মসত্তা সর্বব্যাপী। ব্রহ্মকে যদি রসস্বরূপ আখ্যা দেওয়া যায় তাহলে সেই রস অতিরিক্ত যে গুন, আনন্দবিরোধী যে স্বভাব মানব জগতে প্রতিষ্ঠিত সেই স্বভাব ব্রহ্মের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয় না। আবার একথাও ঠিক যে যিনি রসস্বরূপ তিনি আনন্দহীন হতে পারেন না যদি তা না হয় তাহলে শিল্পানন্দের মধ্যে যে একটা গভীর মানবিক দুঃখ ও বেদনার ছায়াবৃত্ত লক্ষ্য করা যায় সেই সুগভীর দুঃখ বেদনা স্থান তো ব্রহ্মানন্দে নেই।

'রস' ও 'আনন্দ' এই দুটি শব্দ সমার্থক। শাস্ত্রকারদের মতে রস বা আনন্দ থেকেই সৃষ্টির উৎপত্তি এবং এই আনন্দ থেকেই শিল্পী তাঁর নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে শিল্পরচনা করেন। আমরা যাকে Ecatasy বা Inspiration বলি তার মধ্যে যে সর্বদা আনন্দবোধ কাজ করে এ কথা হয়তো ঠিক নয় বরং উল্টো ভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে আনন্দকে কেন্দ্র করে Inspiration বা Ecatasy পর্যবসিত হয়। একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টির ধারণাটিকে সুস্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। বিশ্বসৃষ্টির প্রথম শ্লোক উচ্চারিত হয়েছিল মহাকবি বাল্মিকীর কণ্ঠে। সেই সময় তাঁর মননে যে বেদনাতুর করুণ রসের উদ্রেক ঘটেছিল এবং গভীর দুঃখবোধের সঞ্চার করেছিল তা কবির হৃদয়ের তলদেশ পর্যন্ত স্পর্শ করেছিল বলেই মহাকাব্যের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল । অর্থাৎ এখানেই প্রমাণিত যে দুঃখ, বেদনা বা বিরহের উত্তরণেও সৃষ্টি সম্ভব। অনেক দার্শনিক ও মনীষী মনে করেন যে আনন্দ হল শিল্পের স্বরূপ লক্ষণ। কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিতে শিল্পানুভূতি এবং সুখানুভূতি উভয়ই আকস্মিক ঘটনামাত্র। পরস্পর পরস্পরের সাথে কোনো যোগসূত্র স্থাপন করেনি। একথা সত্য যে সৃষ্টি কখনও তৃপ্তি বা পূর্ণতা থেকে উদ্ভূত হয় না। সৃষ্টিকে যদি আমরা পূর্ণতা বলে ধরে নিই তাহলে এক ধরণের অপূর্ণতা আমাদের কাল্পনিক চেতনায় বিরাজ করবে। আনন্দ যদি পূর্ণতার অভিব্যক্তি হয় তবে তা শিল্পসৃষ্টির উৎসস্থল হতে পারে না। সুতরাং বলা যায় যে সৃষ্টির উৎসস্থল এবং শিল্পের উৎসস্থল উৎস্যক্ষেত্রেই একটি Common Factor কাজ করে যা হল অপূর্ণতাবোধ।সৃষ্টির পূর্বমূহুর্তে যখনই নান্দনিক চেতনার ক্ষুধা প্রাণবন্ত ও বেগবান হয়ে ওঠে তখনই শিল্পী তার সৌন্দর্যবোধ দিয়ে শিল্প সৃষ্টি করেন। আনন্দের সাগরে ঢেউয়ে ভেসে গিয়ে পূর্ণতা আস্বাদনে শিল্প সৃষ্টি সম্ভব হয় না। আর একথাও ঠিক কোনো শিল্পী তার শিল্প সৃষ্টির পরে যে রসাস্বাদন করে আনন্দলাভ করেন তা থেকে যদি তিনি আত্মতৃপ্তি লাভ করে satisfy হয় তাহলে সেখানেই তার নবতর শিল্পসৃষ্টির ক্ষুধা স্তব্ধ হয়ে যায়। শিল্প বলতে যদি শিল্প বলতে যদি শিল্প সৃষ্টির পদ্ধতি ও প্রকরণকে বুঝি তাহলে সেই পদ্ধতিকে শিল্পানন্দের সমজাতীয় বলা সঠিক হবে না। শিল্প এবং আনন্দ এই দুই উপাদানের মধ্যে উভয়েরই একটি পারস্পরিক সমীকরণ আছে । প্রাচীন শাস্ত্রবিদ্ বা ব্রহ্মানন্দ এবং শিল্পানন্দের বিশ্লেষণে বহুক্ষেত্রেই তার উৎপত্তি গত রূপ থেকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের মতে রসের চরম প্রমাণ তার আস্বাদন ও ভোগতৃপ্তিতে। কিন্তু ব্রহ্ম আস্বাদন নিরপেক্ষ। আর তাই যদি হয় তাহলে রস আস্বাদন আশ্রিত হয় ফলে উভয়ের সমীকরণ একটি বেড়াজালে আবদ্ধ হয়। তাই ব্রহ্মানন্দ ও শিল্পানন্দের স্বরূপকে চিন্তাশীল দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে উপলব্ধি করার প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক।[৩] এর পরবর্তী পর্যালোচনায় দৃষ্টিপাত করা যাক্ রবীন্দ্র চেতনায় আনন্দের স্বরূপ ও তার রূপ বিশ্লেষণের নান্দনিক ব্যাখ্যা। মানব,

প্রকৃতি ও ঈশ্বর এই তিনভূবনের নাগরিক স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টিক মানবজীবনের প্রতিক্ষণে, প্রতি মুহূর্তের উপলব্ধির প্রতিটি স্তরে নবতর চিন্তা ও ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি ও প্রবাহে তরঙ্গায়িত করেছিলেন। কাব্য, নাটক, গান রচনার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রসত্তার ভাববিক্রিয়া ঘটেছিল জীবনতরীর নিরবিচ্ছিন্ন বহমান ধারায়। কূলে ও অকূলে তাঁর সেই তরী পেয়েছিল গতি। ঈশ্বর, প্রকৃতি ও মানবের ত্রিবেণীসংগমে আনন্দ ও বেদনার চরম ও পরম পরিণতিতে সেই মুক্তিপথগামী তরী পৌঁছেছিল অনন্তের ও অসীমের ছায়ালোকে।

রবীন্দ্রসংগীতের মর্মবোধ মূলতঃ অনির্বচনীয় আনন্দরস উপলব্ধি ও ধর্ম দৃষ্টির রহস্যানুভূতির ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। তাই কবি নিজেও বলেছেন – "বৈচিত্র্য যতই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইবে, ঐক্যও ততই ব্যাপক ও গভীরতর হইয়া সেই সমস্ত জটিল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈচিত্র্যকে এক চরম সমাধানের মধ্যেই সার্থক করিবে"। অর্থাৎ এই সার্থক হয়ে ওঠাতেই আনন্দ আর এই সার্থকতার জয়গান গাওয়াতেই তার গান হয়ে উঠেছে আপামোর বাঙালীর চিরকালীন চিরন্তন সম্পদ।রবীন্দ্রচেতনায় আনন্দের যে স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়েছিল তা কবির চেতনায় কিছু দার্শনিক উপলব্ধি থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'ধর্ম' প্রবন্ধে কবি বলেছেন- সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। অর্থাৎ আমাদের এই ব্রহ্ম সত্য স্বরূপ ,জ্ঞান স্বরূপ অনন্ত স্বরূপ । কবির মনে প্রশ্ন জেগেছে কিন্তু এই জ্ঞানময় অনন্ত সত্য কিরূপে প্রকাশ পাচ্ছে? তখন সেই উত্তর পেয়েছেন কবি "আনন্দরূপম অমৃতং যদ-বিভাতি" এই উক্তিটি থেকে। অর্থাৎ তিনি আনন্দরূপে অমৃত রূপে প্রকাশ পাচ্ছেন এবং যা কিছু প্রকাশ পাচ্ছে তা তার আনন্দ স্বরূপ, তার অমৃতরূপ অর্থাৎ তার প্রেম। বিশ্বজগত তার অমৃতময় আনন্দ, তার প্রেম।[৪]

কবি আরও বলেছেন যে –

"সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রকাশ; সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রেম, আনন্দ।... তাই বলিতেছি আনন্দ হইতেই সত্যের প্রকাশ এবং সত্যের প্রকাশ হইতেই আনন্দ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে- এই যে যাহা-কিছু হইয়াছে, ইহা সমস্তই আনন্দ হইতে জাত। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত এই জগত আমাদের নিকট সেই আনন্দরূপে, প্রেমরূপে ব্যক্ত না হয় ততক্ষণ তাহা পূর্ণসত্যরূপেই ব্যক্ত হইল না। জগতে আমাদের আনন্দ জগতে, আমাদের প্রেমই সত্যের প্রকাশ-রূপের উপলব্ধি। জগত আছে এটুকু সত্য কিছুই নহে; কিন্তু জগৎ আনন্দ, এই সত্যই পূর্ণ।"[৫]

কবি আরও বলেছেন – "আনন্দ কেমন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করে? প্রাচুর্যে, ঐশ্বর্যে, সৌন্দর্যে। জগত প্রকাশে কোথাও দারিদ্র, নাই, কৃপণতা নাই, যেটুকু মাত্র প্রয়োজন তাহারি মধ্যে সমস্ত অবসান নাই। এই যে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র হইতে আলোকের ঝর্ণা আকাশময় ঝরিয়া পড়িতেছে, যেখানে আসিয়া ঠেকিতেছে সেখানে বর্ণে তাপে প্রাণে উচ্ছসিত হইয়া উঠিতেছে, ইহা আনন্দের প্রাচুর্য। প্রয়োজন যতটুকু, ইহা তাহার চেয়ে অনেক বেশি--- ইহা অজস্র।"[৬]

সমগ্র গীতবিতানের গানের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে গীতবিতানযর প্রথম খন্ডে পূজা পর্যায়ের মোট গানের সংখ্যা ৬১৭ এবং উপপর্যায়ের সংখ্যা ২১টি। উপপর্যায়ের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাজনের মধ্যে 'আনন্দ'উপপর্যায়টি অন্যতম। উপ-পর্যায় 'আনন্দে'র মোট গান সংখ্যা ২৫টি। গীতবিতানের পূজা পর্যায়ের অন্তর্গত ৩০৯-৩৩৩ সংখ্যক গান 'আনন্দ' বিষয়ক। এছাড়াও গীতবিতানের আরও বাকী ৫টি পর্যায় সহ নৃত্যনাট্যের কয়েকটি গানে 'আনন্দে'র প্রয়োগ ও বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে কবির বিচিত্র অনুভবে ও বিচিত্র দর্শনে।

পূজা পর্যায়ের গানে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিকতার সম্যক প্রকাশ ঘটেছে তাঁর 'জীবনদেবতা'র রূপকল্পনায়। একেশ্বরবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মপরিচয়'–এ জীবনদেবতার এক সুস্পষ্ট চিত্রাঙ্কন করেছেন। 'আত্মপরিচয়'কেই তাই তাঁর জীবনদর্শন বোধের এক পূর্ণ পরিচিতি বলা যেতে পারে। ঈশ্বর মানব এবং প্রকৃতি এই তিন ভুবনের নাগরিক রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে, তিনিই তাঁর জীবনদেবতা যে তাঁর জীবন পথের অদৃশ্য চালক এবং বিশ্বের চিরন্তর প্রাণ প্রবাহ এবং জন্ম মৃত্যু রহিত তাঁর সঙ্গে নিত্য নতুন যোগ।[৭] তাই সেই অদৃশ্য পথ প্রদর্শককে কবি কখনও স্বামী, কখনও প্রভু আবার কখনও ঈশ্বর রূপে তাঁর চেতনায় উদ্ভাসিত হয়েছে। তার জীবনদেবতাই নামান্তরে বন্ধু, সখা, প্রিয়তম প্রভৃতি নানান সম্বোধনে কবির অন্তরদৃষ্টিতে ধরা দিয়েছেন। আর এই জীবনদেবতার সঙ্গে পরম মিলনেই কবি মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করতে চেয়েছেন যে মুক্তির রূপ অন্তর ও বাহিরে সমান্তরাল ও অখন্ডভাবে বিরাজ করে অর্থাৎ অন্তরাত্মার সাথে পরমাত্মার

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 329 - 339
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মিলনই কবির কাছে জীবনমুক্তির একমাত্র পথ। আর এই মুক্তিতেই কবি 'আনন্দ'কে তাঁর দোসর করেছেন, তাই কবি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন -

"অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।"
* * *
"যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তারি মাঝখানে
মৃত্যু মোর মুক্তি রূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তি রূপে রহিবে ফলিয়া।।"[৮]

বিশ্বভুবনের কবি, বিশ্ব প্রকৃতির কবির কাছে এই বিশ্ব, এই জগৎ সসীম ও অসীমের দ্বৈতখেলার লীলাভূমি। আর এই পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বিশ্বের সাস্বাদানের ক্ষেত্রে বিষাদ ও আনন্দ দ্বারা পরিবৃত বিশ্বসংসার। তাই ঘাত-প্রতিঘাত এবং দুঃখ আনন্দের রহস্যময় নিয়ন্ত্রিত শক্তির (Super Natural Power) দ্বৈত লীলাস্রোতেই যথার্থ জীবনের রসবোধের উপলব্ধি ঘটে।

'পূজার' পর্যায়ের অন্তর্গত 'আনন্দ' উপপর্যায়ের অনেক গানই গীতাঞ্জলি পর্বের অন্তর্গত।

- 'তাই তোমার আনন্দ আমার পর' (গীতাঞ্জলি)
- 'আলোয় আলোকময় করে হে' (সকল আকাশ সকল ধরা আনন্দে হাসিতে ভরা) ---(গীতাঞ্জলি)
- 'আজি এ আনন্দ সন্ধ্যা সুন্দর বিকাশে' – (ব্রহ্মসংগীত)
- 'আধার রজনী পোহালো, জগত পূরিল পুলকে' (এই গানটিতে 'পুলক' শব্দটি আনন্দেরই নামান্তর বলা চলে)
- 'আনন্দ গান উঠুক তবে বাজি এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে'
- 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে'
- 'আমি সংসারে মন দিয়েছিনু' (আমি সুখ বলে দুখ চেয়েছিনু তুমি দুখ বলে সুখ দিয়েছো) - এইখানেই 'সুখ' কে কবি পার্থিব ও জাগতিক সুখ ও আনন্দের সাথে তুলনা করেছেন। যে সুখ ক্ষণিকের, যে সুখ শত স্বার্থের সাধনে আমরা সাময়িকভাবে প্রাপ্তিলাভ করি। কিন্তু সে সুখ কেবলই মায়ার বাঁধনে আমাদের জীবন মুক্তির পথকে অবরুদ্ধ করে।
- 'এ দিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার' - গানটির বিভিন্ন পংক্তিতেউষা, আঁধার, আলোক, অন্ধকার এই শব্দগুলির পারস্পরিক বৈপ্যরীত্যের মধ্যে দিয়ে কবি মানব জীবনের আলোর উৎস সন্ধানে সচেষ্ট হয়েছেন।
- 'এত আনন্দধ্বনি উঠিল কোথায়' – (ব্রহ্মসংগীত)
- 'ওই অমল হাতে রজনী প্রাতে আপনি জ্বালো' – এই গানেও কবি সমগ্র বিশ্বমাঝে মানবজীবনের মুক্তি সন্ধানে এক Positive Vibration কে অবলোকন করেছেন আনন্দের প্রতীকী চিহ্ন হিসাবে।
- 'ক্ষত যত ক্ষতি যত মিছে হতে মিছে' – (সত্যের আনন্দ রূপ এই তো জাগিছে)
- 'গায়ে আমার পুলক লাগে চোখে ঘনায় ঘোর' (গীতাঞ্জলি) (আনন্দ আজ কিসের ছলে, কাঁদিতে চায় নয়নজলে)
- 'জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ' - (গীতাঞ্জলি) ধন্য হল ধন্য হল মানব জীবন
- 'তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ'
- 'তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে' - (বিচিত্র পর্যায়)
- 'নব আনন্দে জাগো আজি নবরবিকিরণে' – (ব্রহ্মসংগীত)
- 'পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে
এই খসে যাবার ভেসে যাবার ভাঙবারই আনন্দে রে'।। (গীতাঞ্জলি)

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 329 - 339
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

[গানটিতে চলমান ও গতিশীল মানব জীবনের নানা ওঠাপড়া, ঘাত-প্রতিঘাত, ভাঙা গড়া, ভালো মন্দের, বিরহ বেদনা ও সুখ দুঃখের সাথে – বিশ্বপ্রকৃতির ছয় ঋতুর বৈচিত্র্যময় পরিবর্তনের মধ্যেও যে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটে চলে তা স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে প্রতিটি পংক্তিতে]

- 'প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে
ভয় ভাবনার বাধা টুটেছে' - (এই গানটিতেও 'আনন্দের' প্রতীকী হিসাবে 'খুশী' এসেছে কবির মননে)
- 'প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে' – গীতাঞ্জলির ৬য় সংখ্যক গান
আলোছায়ার দ্বন্দ্বখেলার মধ্যে যে প্রেমময়ের প্রেম লীলা ও অফুরন্ত আনন্দলীলা বর্তমান তার সচিত্র রূপ অঙ্কন করেছেন এই গানটিতে।
[দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ]
- 'বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা'
- 'বিপুল তরঙ্গ রে' [আলোকে উজ্জ্বল জীবনে চঞ্চল একি আনন্দ তরঙ্গ]
- 'সদা থাক আনন্দে'
- 'হৃদয় বাসনা পূর্ণ হল' – [এই গানেও হৃদয় বাসনা পূর্ণ হওয়ার সুখ ও আনন্দ কবির অন্তরাত্মা তাঁর জীবন দেবতাকে হৃদয়ের স্থির আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে]
- 'হেরি তব বিমল মুখভাতি' – গানটির কয়েকটি পংক্তি কবির আনন্দ চেতনাকে অনায়াসেই উদ্ভাসিত করে তুলেছে যেমন – 'গগনতল মগন হল শুভ্র তব হাসিতে' অথবা 'প্রেমরস পান করি গান করি কাননে' অর্থাৎ চিত্তানন্দের বহিঃপ্রকাশেই যে প্রেমরস, হাসি গানে অথবা পরশ সুখের উত্তরণ ঘটে তা এই গানের মর্মার্থেই কবি ব্যক্ত করেছেন।[৯]

উপরিল্লিখিত গানগুলির দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায় যে যিনি পরম ব্রহ্ম, যিনি 'জীবনদেবতা' তিনিই গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের চিরদিনের যুগ যুগান্তের প্রিয়তম সখা। প্রতিজন্মেই কবির সাথে তাঁর পরম মিলন সাধন ঘটে। তিনিই এই বিশ্বপ্রকৃতির সৃষ্টির উৎস জীবন থেকে মৃত্যুর কালচক্রের পথ প্রদর্শক যেখানে দুঃখ ও আনন্দ তার নিত্য সহযাত্রী। তিনি চির পুরাতন হয়েও চির অজানা। রহস্যময় এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে অনাবিল আনন্দের উত্তরণ ঘটে সেখানে কবির পরমাত্মার সাথে তাঁর জীবন দেবতার মিলন সাধনে বিরহ বেদনা যেমন নিত্য সহচর তেমনই বিরহ বেদনার দহন থেকেই পরমসখা জীবনস্বামীর সঙ্গে মিলনের উত্তরণ ঘটে আকুতি ও আনন্দের হাত ধরে। কারণ অন্তর্যামী পরমাত্মার সঙ্গে ভক্তের মিলন হলে বিশ্বসংসারে আর কেউ পর থাকে না। তখন সকলেই হয় আপন কেননা বিশ্বাত্মার আনন্দস্পর্শেই বিশ্ববোধের জাগরণ ঘটে।

'পূজা' পর্যায়ের 'আনন্দ'উপপর্যায় ব্যতীত আরও বহুসংখ্যক গান কবি রচনা করেছেন যেখানে 'আনন্দের' অনুসঙ্গ এসেছে নানা বর্ণে নানা বৈচিত্র্যময় উপলব্ধিতে। তার মধ্যে বেশ কয়েকটি গান নিম্নলিখিত:
- 'আনন্দ তুমি স্বামী মঙ্গল তুমি'।।
- 'জীবনে আমার যত আনন্দ পেয়েছি দিবসরাত'।।
- 'আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ'।।
- 'আনন্দ রয়েছে জাগি ভুবনে'।।
- 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে'।।[১০]

গানগুলিতে কবির অন্তর্দৃষ্টি যেমন কোথাও গিয়ে তাঁর 'জীবনদেবতা'র সাথে পরমাত্মার মিলন আকুতিকেই রূপকল্পনায় ব্যক্ত করেছে তেমনই কোনও কোনও গানে কবি খুঁজে পেয়েছেন অসীম ব্রহ্মান্ডের মধ্যে এই বিশ্বপ্রকৃতির সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট জীবকূলকে, যেখানে প্রকৃতির সকল উপাদান আলো, বাতাস, পথ, ঋতু, চন্দ্র, সূর্য এই সবকিছুর মধ্যেই আনন্দের বহিঃপ্রকাশ আর এই আনন্দকেই পরিব্যপ্ত করে যে জন্ম মৃত্যুর কালচক্রের খেলা চলছে তার গতিময়তার মধ্যে এক জীবন মুক্তির

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 329 - 339
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নান্দনিক রসবোধের উপলব্ধি কবির মননে ধরা দিয়েছে। তাই তার প্রকাশও কবি তাঁর বিচিত্র পর্যায়ের একটি গানে করেছেন গভীর দর্শনের মধ্যে দিয়ে –

> "নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে তা তা থৈ থৈ...
> কি আনন্দ কি আনন্দ কি আনন্দ
> দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ।।"[১১]

নৃত্যনাট্য 'চন্ডালিকা'য় কবির চেতনায় বৌদ্ধ ভিক্ষুক 'আনন্দ'যেমন চরিত্র হিসাবে উদ্ভাসিত হয়েছে তেমনই তাঁকে অস্পৃশ্য চন্ডালকন্যা 'প্রকৃতি'র জলদান করার মধ্যে যে আনন্দ অর্থাৎ সমাজের সংকীর্ণতার বেড়াজাল ভেঙে বৃহত্তর মুক্তির যে দর্শনবোধ অঙ্কিত হয়েছে তার আভাস পাই প্রথম দৃশ্যের একটি গানে –

> "শুধু একটি গন্ডুষ জল
> * * *
> আহা কি আনন্দ, কি আনন্দ, কি পরম মুক্তি।।"[১২]

অনুরূপভাবে 'চিত্রাঙ্গদা'য় শেষ দৃশ্যের একটি গানে কবির কাছে আনন্দ ধরা দিয়েছে প্রকৃতি ও প্রেমের মিলন দূত হিসাবে। গানটি বসন্তের অনুসঙ্গে প্রকাশিত -

> "এসো এসো বসন্ত ধরাতলে
> * * *
> আনো নব উল্লাস হিল্লোল, আনো আনো আনন্দ
> ছন্দের হিন্দোল ধরাতলে।"[১৩]

'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের একটি গানেও বিস্তৃত অর্থে 'আনন্দের' মধ্যেই মুক্তিকামী কবি জীবনমুক্তির পথ অনুসন্ধান করেছেন 'বজ্রসেনের' চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ---

> "এ কী আনন্দ, আহা ---
> হৃদয়ে দেহে ঘুচালে মম সকল বন্ধ
> দুঃখ আমার আজি হল যে ধন্য,
> মৃত্যু গহনে লাগে অমৃত সুগন্ধ।।"[১৪]

এতো গেল পূজা পর্যায়ের অন্তর্গত 'আনন্দ'উপপর্যায়ের গান ও নৃত্যনাট্যের গানে আনন্দ বিষয় প্রসঙ্গ সম্পর্কিত আলোচনা। কিন্তু পূজার গান ব্যতীত অন্যান্য পর্যায়ের ও এমন কিছু গান কবি রচনা করেছেন যেখানে কবি নিজেকে বিশ্বের বর্ণে, গন্ধে, রূপে, রসে, গানে ছন্দে তাঁর জীবনকে আনন্দের ভেলায় ভাসিয়ে নিয়ে চলেছেন সীমা থেকে অসীমে, রূপ থেকে অরূপে। তারই আভাস পাই বিচিত্র পর্যায়ের একটি গানে ' আনন্দেরই সাগর হতে এসেছে আজ বান' – কবি বলেছেন আনন্দের সেই সাগর থেকে ক্রমাগত উত্তাল তরঙ্গমালা মানুষের জীবনতটে আঘাত হানে। তাই সকল মানা, সকল বাধা বিপদকে তুচ্ছ করে জীবন খেয়াকে অনন্ত-সমুদ্রের বুকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে হবে নবজন্মলাভের পারে আর সেই খেয়ার মাঝি হলেন স্বয়ং পরমেশ্বর যিনি 'আনন্দের' দাঁড় টেনে জীবন থেকে মৃত্যুর পরপারের কূলে জীবনতরীকে নিয়ে যাবেন।

এমন আরও একটি গান যেটি প্রকৃতির শরৎ উপপর্যায়ের অন্তর্গত এবং গীতাঞ্জলির ১২ সংখ্যক গান ---

> "অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া
> দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া।"[১৫]

কবির উপলব্ধিতে জীবনের গতিপথে পুরাতনকে পিছনে ফেলে সম্মুখে এগিয়ে গেলেও অতীতের ফেলে আসা দুঃখ বেদনার স্মৃতিভারও আমাদের বহন করতে হয় কিন্তু কবির কাছে সেই ভার ও দুঃখ মধুময় ও আনন্দময়। কারণ সেই জীবন বেদনার ভারই তাঁকে পৌছে দেবে জীবনস্বামীর দ্বারে মিলনের পথে। তাই কবিও এই গানের সঞ্চারীতে বলেছেন,

> "পিছনে ঝরিছে বার বার জল

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 329 - 339
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গুরু গুরু দেওয়া ডাকে
মুখে এসে পড়ে অরুণ-কিরণ
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে''।।

অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে জীবনদেবতাকেই কবি প্রকারান্তরে "হাসি-কান্নার ধন" বলে সম্বোধন করেছেন। কারণ আনন্দ পেতে গেলে দুঃখকে গ্রহণ করতে হবে। দুঃখ থেকে বিরহ, বিরহ থেকেই মিলন আর মিলন থেকেই আনন্দ। তাই দুঃখ আর আনন্দের আলো আঁধারির ভিতর দিয়েই সেই পরমেশ্বরের সঙ্গে ভক্তের মিলন সম্ভব।

গীতাঞ্জলির একশো কুড়ি সংখ্যক গান 'সীমার মাঝে অসীম তুমি' কবির অন্তরের এক গভীর দর্শনবোধের সম্যক প্রকাশ বলা চলে। এই গানে কবি আনন্দের প্রেক্ষাপটে সীমার মাঝে অসীমের জয়গান গেয়েছেন এবং বর্ণ গন্ধ ও জাগতিক ছন্দময় বিশ্বপ্রকৃতির রূপ ও অরূপের লীলাখেলায় নিজেকে নিমজ্জিত করে আত্মহারা হয়েছেন। আর তাই তিনি বলেছেন এই গানের স্থায়ী ও অন্তরা অংশে –

'আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর......
...কত বর্নে কত গন্ধে,
কত গানে কত ছন্দে
অরূপ তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর'।

অনুরূপ ভাবে উপরিল্লিখিত গানের ভাবাব্যক্তির আর একটি সাদৃশ্যপূর্ণ দর্শনবোধ প্রকাশ পেয়েছে গীতাঞ্জলির একশো একুশ সংখ্যক গান- 'তাই তোমার আনন্দ আমার পর' গানটিতে। লীলাবাদী কবির কাছে নিত্য ও লীলার অভিন্নমূর্তি তাঁর জীবনদেবতা। তার লীলা ও বৈচিত্র্যকে ব্যতিরেকে ত্রিভুবনেশ্বরের প্রেমলীলা সার্থক হয়না। তাই এই গানের ছত্রে ছত্রে সেই সসীম ও অসীমের লীলারসের কাণ্ডারি ত্রিভুবনেশ্বরকেই উদ্দেশ্য কবি বলেছেন-

"তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে-
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্ব
তোমার প্রেম হত যে মিছে।
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।"[১৬]

বিচিত্র পর্যায়ের আরও একটি গানেও সেই মিলন আনন্দের প্রতিচ্ছবি উদ্ভাসিত হয়েছে – 'তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে'।

এছাড়াও 'জীবনে আমার যত আনন্দ' অথবা 'জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে' এই দুটি গানেও জাগতিক আনন্দের সুর ধ্বনিত হয়েছে। যিনি জগৎ পিতা, যিনি তাঁর অদৃশ্য রূপ ও শক্তি দ্বারা সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকে নিয়ন্ত্রণ করছেন তিনিই তাঁর আনন্দঘন মায়া দিয়ে এই জগৎকে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন। তাই সেই অনাবিল আনন্দের রসাস্বাদনের জন্য ভক্ত তাঁর আকুতি প্রার্থনা করছেন জীবননাথকে স্মরণ করে। জল, আকাশ, বাতাস, আলো, অন্ধকার সবের মধ্যেই তাঁর প্রকাশ। তাই স্বদেশ পর্যায়ের একটি গান 'আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে' - এখানে আনন্দের রূপ বিশ্লেষণ করেছেন কবি একেবারেই ভিন্ন উপলব্ধিতে। এই আনন্দ পরাধীনতার গ্লানি মুছে ফেলে স্বাধীনতার বর্ম পরিধান করার আনন্দ। দেশমাতৃকার চরণে স্বাধীনতার অর্ঘ্য স্থাপনে সচেষ্ট কবি দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, উজ্জীবিত করেছেন। আশার আলোকে আলস, বিলাস, লাজ, ভয় দূরে ঠেলে জীর্ণ বসন ত্যাগ করে নবোদ্দমে আনন্দ মনে দৃঢ় সংকল্পে মানব সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আহ্বান করেছেন। তাই কবি বলেছেন তার স্বদেশ পর্যায়ের রচিত একটি গানে-

'আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে...
...নব আনন্দে, নব জীবনে ফুল্ল কুসুমে

মধুর পরনে বিহগকলকূজনে’

গানটির শেষ পংক্তিতে বলেছেন –

‘ফেলো জীর্ণ চীর, পরো নব সাজ
আরম্ভ কর জীবনের কাজ –
সরল সবল আনন্দমনে, অমল অটল জীবনে’।

সুতরাং পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে মানবমনে নান্দনিক রসবোধে আনন্দ যেমন সৌন্দর্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তেমনই সৌন্দর্যকে একটি বিশেষ আনন্দের সাথে যুক্ত করা হয় যাকে নান্দনিক আনন্দ বলে। আনন্দ থেকে সুখ ও আত্মতৃপ্তি লাভ করা যায় তা সাধারণ মানুষ মাত্রই হোক বা শিল্পী সত্তা হোক। সমগ্র ভূমা বা বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যা কিছু সুন্দর তাতেই আনন্দ বিরাজমান যা মনকে প্রশান্তি দেয়। সুন্দরের বহিঃপ্রকাশ ঘটে মানব মনের আয়নায় যেখানে পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার যুগ্ম উপলব্ধিতে সৌন্দর্য, রূপ এবং রস সীমা ও অসীম এক হয়ে গেছে। আর রবীন্দ্র চেতনায় আনন্দ হল তাঁর জীবন উপলব্ধির তত্ত্ব যাকে ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত “মিষ্টিসিজম্” বলেছেন। যদিও এই মিষ্টিসিজম্ পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মিষ্টি সিজম্ তত্ত্বের চেয়ে ভিন্ন। এই মিষ্টিসিজম্ ভারতবর্ষীয় চেতনায় ও ধারণায় বিশ্লেষিত হয়েছে। ডঃ দাশগুপ্ত তাঁর ‘গোল্ডেন বুক অব টেগোর’ গ্রন্থে বলেছেন – “জীবন ও চৈতন্য মানব সত্তার এমন এক বিশ্বপরিব্যপ্তি পেল যাতে সে সব-কিছুকে ছাড়িয়ে সর্বানুভূঃ হয়ে উঠল।” এটিই রবীন্দ্র চেতনায় মিষ্টিসিজম্। তাই সবশেষে বলা যায় বিশ্ব ব্রহ্মান্ড ও বিশ্ব প্রকৃতির সমগ্রতার অনুভূতিতে যে অখন্ড সত্যের প্রকাশ বর্তমান তাতে বস্তু, শক্তি এবং সৌন্দর্য ও রসবোধ – সৎ চিৎ ও আনন্দ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আর তাই সমগ্র মানবজীবনবোধ সত্য হয়, নিবিড় হয় ও প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয় পরিপূর্ণ ভাব ও রসের আনন্দলাভ ও রসাস্বাদনের আত্মতৃপ্তি থেকে।[১৭]

Reference:

১. http://fulkibaz.com/philosophy/hedonism
২. বিশ্বাস, ডঃ সুখেন, শিল্পের সংজ্ঞা স্বরূপ বৈচিত্র্য (শিল্প ও আনন্দ), নন্দনতত্ত্বে প্রতীচ্য, দে’জ পাবলিশিং, পৃ. ২০-২১
৩. নন্দী, ডঃ সুবীর কুমার, শিল্প ও আনন্দ, নন্দনতত্ত্ব, পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃ. ১০০ – ১০৬
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ধর্ম, রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বাদশ খন্ড- প্রবন্ধ), জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৬-৭
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ধর্ম, রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বাদশ খন্ড- প্রবন্ধ), জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৬-৭
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ধর্ম, রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বাদশ খন্ড- প্রবন্ধ), জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৬-৭
৭. প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী, রবীন্দ্রসংগীতে দার্শনিকতা, সংগীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, পৃ. ২২৪
৮. প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী, রবীন্দ্রসংগীতে দার্শনিকতা, সংগীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, পৃ. ২২৮
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ
১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ
১৫. প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী, রবীন্দ্রসংগীতে দার্শনিকতা, সংগীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, পৃ. ২৩৮-২৪০
১৬. প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী, রবীন্দ্রসংগীতে দার্শনিকতা, সংগীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, পৃ. ২৪৬
১৭. প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী, রবীন্দ্রসংগীতে দার্শনিকতা, সংগীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, পৃ. ২৭৬

Bibliography:

প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী, রবীন্দ্রসংগীতে দার্শনিকতা, সংগীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

http://fulkibaz.con/philosophy/hedonism

বিশ্বাস, ডঃ সুখেন, শিল্পের সংজ্ঞা স্বরূপ বৈচিত্র্য (শিল্প ও আনন্দ), নন্দনতত্ত্বে প্রতীচ্য, দে'জ পাবলিশিং।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ধর্ম, রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বাদশ খন্ড- প্রবন্ধ), জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

নন্দী, ডঃ সুবীর কুমার, শিল্প ও আনন্দ, নন্দনতত্ত্ব, পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ বসু, ডঃ অরুণ কুমার, "পূজা পর্যায়: যারে বলে ভালবাসা তারে বলে পূজা", বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত, দে'জ পাবলিশিং।

বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপ্না, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমকালের বাংলা গান ও রবীন্দ্রসংগীত, প্যাপিরাস পাবলিকেশন।